প্রশ্ন। পদাবলীর নায়িকার 'অষ্ট অবস্থা' বলতে কী বোঝায়, আলোচনা করো।

উত্তর। বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকা হলেন শ্রীমতী রাধিকা। তাঁর আটটি অবস্থার বর্ণনাকে 'অষ্ট অবস্থা' বলে। অষ্ট অবস্থা বলতে নায়িকার আটরকম শ্রেণিবিভাগকেই বোঝানো হয়েছে।

(১) অভিসারিকা : বৈষ্ণব পদাবলীতে, নায়িকার নায়ক শ্রীকৃষ্ণের জন্য অনুরাগবশত প্রেমময় যাত্রাকে 'অভিসার' বলা হয়েছে। অভিসার আট প্রকার—জ্যোৎস্নাভিসার, তমোসাভিসার, বর্ষাভিসার, দিবাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, তীর্থাভিসার, উন্মত্তাভিসার ও সঙ্কেতাভিসার। যেমন—

'ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচবাই লোচন তার॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥' (গোবিন্দদাস/বর্ষাভিসার)

(২) বাসর সজ্জিকা : প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য নিজ দেহ ও কুঞ্জ কুটির সুন্দর করে সাজিয়ে অধীর আগ্রহে প্রিয়তমের অপেক্ষায় থাকেন এবং সখীদের সঙ্গে মধুর কথাবার্তায় রত থাকেন। বাসরসজ্জা আট প্রকার—মোহিনী, জাগ্রতিকা, রোদিতা, মধোক্তিতা, সুপ্তিতা, চকিতা, সরুসা ও উদ্দেশ্য। বাসর সজ্জিকা প্রমাণ করেন—The human body is the highest temple of God'। যেমন—

'পিয়া যব আওব এমঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গনে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল—কলস করব কুচভার॥' (বিদ্যাপতি)

(৩) উৎকণ্ঠিতা : সঙ্কেতকুঞ্জে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য নায়িকার অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করাকে উৎকণ্ঠিতা বলে। নায়িকার হৃদয়ে নায়কের বিলম্বের কারণ প্রসঙ্গে নানান চিন্তা ছোটাছুটি করে। যেমন—

'হরি বিহারল বারহ গেহ।
বসুহ মিলন সুন্দর দেহ।।
সানে কোনে আবে বুঝএ বোল।
মদনে পাওল আপন তোল॥'

উৎকণ্ঠা আট প্রকার—দুর্মতি, বিবশা, স্তব্ধা, উচ্চকিতা, আচতনা, সুখোৎকণ্ঠিতা, মুখরা ও নির্বন্ধা।

(৪) বিপ্রলব্ধা : সংকেত করা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট স্থানে নায়িকার কাছে নায়ক আসেন না। প্রিয়তমের দ্বারা প্রতারিত হন নায়িকা। বিপ্রলব্ধা আট প্রকার—বৈরাগ্য, খেদ, চিন্তা, অশ্রু, মূর্ছা, দীর্ঘশ্বাস, ক্লেশ ও ক্রোধ, যেমন—

'কি ফল অন্ধ সমীপ॥
গাঁথলু মালতী মাল।
মরমে রাই গেল শাল॥
কি ফল চতুঃসম গন্ধে।
ভূষণ কেশ সুছন্দে॥
কাহে আনলুঁ সরখীর।
তাম্বুল সুবাসিত নীর॥' (জ্ঞানদাস)

(৫) **খণ্ডিতা** : অন্য নায়িকার সঙ্গে রাত্রিযাপন করে আগমনরত নায়কের দেহে সম্ভোগের চিহ্ন দেখে রুষ্টা হওয়াকে খণ্ডিতা বলে। খণ্ডিতার আট অবস্থা—নিন্দয়া, ক্রোধা, ভয়ানকা, প্রগলভা, মধ্যা, মুগ্ধা, কম্পিতা ও সন্তপ্তা। যেমন—

'হেদেরে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ি কোন লাজে আস।।
বকু মাঝে দেখি তোমার কঙ্কনের দাগ।
কোন কলাবতী আজ পেয়েছিল লাগ।।'

(চণ্ডীদাস)

(৬) **কলহান্তরিতা** : খণ্ডিতা নায়িকা মান করে নায়ককে তাড়িয়ে দিলে নায়িকার মনে যে অনুতাপ জাগে তাকে কলহান্তরিতা বলে। কলহান্তরিতার আট অবস্থা—আগ্রহা, ক্ষুব্ধা, ধীরা, অধীরা, কুপিতা, সমা, মদুলা ও বিধুরা যেমন—

'কৈছে চরণে কর পল্লব ঠেললি
মিললি মান-ভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জীড জারি যব যায়ব
তবহিঁ দেখব ইহ রঙ্গে।।'

(বৃন্দাবন দাস)

(৭) **প্রোষিতাভর্তৃকা** : যে নায়িকার স্বামী বিদেশে থাকে এবং বিদেশে থাকার কারণে নায়িকা স্বামীর আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকেন, সেই নায়িকাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলে। এঁর আট অবস্থা—ভাবী, ভবন, ভূত, দশদশা, দূত সংবাদ, বিলাপ, সখ্যক্তিকা ও ভাবোল্লাসা। যেমন—

'যো মুখ নিরখনে নিমিখ না সহই।
তাহে পরবোধসি আওব কহই।।
শুন সখি কি বোলব তোয়।
নিলজ প্রাণ সহজে রহু মোর।।'

(গোবিন্দদাস)

(৮) **স্বাধীনভর্তৃকা** : যে নায়িকা প্রিয়তমাকে নিজের অধিকারের মধ্যে সর্বদা রেখে দেন এবং লাভ করেন তাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে। এঁর আট অবস্থা হল—কোপনা, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা, সমুক্তিকা, সোল্লাসা, অনুকূলা ও অভিষিক্তা। যেমন—

'এ সখি চতুর শিরোমণি কালি।
নিরমজি উনমজি আরতি সায়রে
করল বেশ নিরমান।।
অঞ্জনতে লোচন দুনয়ন ছলছল
করল খয়ম জল্ চোরি।
কত পরকায়হিঁ কাঁপ নিবায়ল
লিখাইতে উচকুচ জারি।।'